বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৫ম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৭

মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের ব্যবস্থাপনা সমস্যা

মাইনউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী*

১। ভূমিকা

অর্থনীতির বিশ্বায়নে তৃতীয় বিশ্বের অত্যন্ত দরিদ্র ও গরীবতম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ স্বদেশী পণ্যের উৎপাদন, বাজারজাতকরণসহ সকল ক্ষেত্রে একটা অসম প্রতিযোগিতার ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতায় অবিরত ঘুরপাক খাচ্ছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিকূলতা থাকা সত্বেও একথা বলাই বাহুল্য যে, বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের সম্ভাবনা এক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী। ভাবতেও অবাক লাগে যে তাঁতী ও তাঁত শিল্পের জাতীয় অর্থনীতিতে অপরিসীম গুরুত্ব থাকা সত্বেও তাঁত শিল্পের জন্য যে প্রয়াস ও প্রচেষ্টা চালানো দরকার তা আজও হয়নি। এ প্রেক্ষিতেই প্রবন্ধটির মূল বিষয় হচ্ছে মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের ব্যবস্থাপনা সমস্যা উদঘাটন করা।

১.১ ঢাকাই মসলিন গ্রন্থের লেখক ডঃ আব্দুল করিমের মতে, বাংলাদেশের সূতী বস্তের ইতিহাস অনেক পুরনো। স্মরনাতীতকাল থেকে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বঙ্গে বা পূর্ব বঙ্গে সুক্ষ্ম সূতী বস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। কেউ কেউ মনে করেন যে, রোমান আমলে এবং পেরিপ্ লাস ও টলেমির যুগে বাংলাদেশে বস্ত্র শিল্পের সুনাম ছিল। এ দেশীয় সূতার কাপড় তখন রোম সাম্রাজ্যে এবং মিশর প্রমূখ দেশে রপ্তানী করা হত। চতুর্দশ শতকে তীরভূক্তি বা তিরস্থতবাসী কবি শেখ রাচার্য জ্যোতিরীশ্বর নানা প্রকার পটাম্বরের মধ্যে বাংলাদেশের মেঘ উদম্বরে, গংগা, সাগর, গাংগোর লক্ষী বিলাস, দ্বার বাসিনী এবং 'শিলহটী পটাম্বরের উল্লেখ করেছে। ঐতিহাসিক নীহার রঞ্জন রায় মনে করেন এগুলি বোধ হয় সমস্তই অলংকৃত পাটবস্ত্র। নবম শতকের বনিক সুলেমান, ত্রয়োদশ শতকের ভেনিসের পর্যটক মার্কপোলো, পঞ্চদশ শতকের চীন পরিব্রাজক মা হুয়ান, চতুর্দশ শতকের আরবীয় পর্যটক ইবনে বতুতা সকলেই বাংলাদেশের সুক্ষ্ম বস্ত্রের প্রশংসা করেছেন। বিশেষ করে ইবনে বতুতা সোনার গাঁও এর তৈরী সূতী বস্ত্রের প্রশংসা করেন। ষোড়শ শতকের ইংরেজ পরিব্রাজক রালফ ফিচ ও ঐতিহাসিক আবুল ফজলও সোনার গাঁও - এ তৈরী মসলিনের বিশেষ প্রশংসা করেন।

---

*যুগ্মসচিব, বর্তমানে পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন

১.২ তাঁতের সোনালী যুগ, চিরস্থায়ী হয়নি। ১৭৫৭ সালে জগৎ শেঠ গংদের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ফলে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীন সূর্য অস্তমিত হয়। শুরু হয় বেনিয়া ইংরেজের ১৯০ বছরের অন্ধকার রাজত্বের। সপ্তদশ শতকে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব দেশী তাঁতীদের সর্বনাশ ডেকে আনে। কলে প্রস্তুত মোটা কাপড়ের বাজার তৈরীর জন্য বেনিয়া রাজশক্তি সকল ধরণের অপচেষ্টার আশ্রয় নেয়। কথিত আছে মসলিন প্রস্তুতকারক তাঁতীদের হাতের আঙ্গুল কেটে দেয় সেদিনের দখলদার শ্বেত শাসক। শত শত বছরের অব্যাহত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তাঁতপণ্য শৈল্পিক নিপুণতার শিখরে পৌঁছায়। অথচ উপনিবেশিক প্রায় দু-শতাব্দী নিদারুণ নিপীড়ন সে শিল্পকে অতলান্ত অন্ধকারে ঠেলে দেয়। বাংলার তাঁতীরা রিক্ত হয়ে যায়, তাঁত পণ্যের অতুলনীয় উৎকর্ষতা অতীতের প্রবাদ গাঁথায় পরিণত হয়।

১.৩ উপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্গল ভাঙ্গার গান নতুন প্রাণের ছন্দ যোগায়। তাঁত বস্ত্র স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে উঠে। কণ্ঠে কণ্ঠে গান অনুরণিত হয়, "মায়ের দেয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই .....।" দক্ষিণ এশিয়ায় সর্ব প্রথম চরখার মাধ্যমে খদ্দরের সূতা এবং হস্তচালিত তাঁতে খদ্দর কাপড় প্রস্তুত শুরু হয়েছিল। বাংলাদেশের ফেণী জেলাসহ ঐ সময়েই বাবুরহাট, টাঙ্গাইল, শাহাজাদপুরে তাঁত পণ্যের খ্যাতনামা গঞ্জ গড়ে ওঠে।

১.৪ উপনিবেশিক শাসনাবসানের মধ্য দিয়ে এই উপমহাদেশের মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটে। পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটো দেশের উদ্ভব ঘটে। রাজনৈতিক এই পরিবর্তন তাঁতীদের জীবনে অস্থিরতা ডেকে আনে। বিশেষ করে হিন্দু মহাজনদের ভারত গমনের ফলে তাঁত শিল্পে পুজিহীনতা দেখা দেয়। তাছাড়া সূতাকলের বেশির ভাগ ভারতের ভাগে পড়ায় পণ্যের কাঁচামাল দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি বিচার করে তৎকালীন সরকার ওপেন জেনারেল লাইসেন্সের মাধ্যমে সূতা আমদানী শুরু করে। তাঁত বস্ত্রের বিক্রয় কর মওকুফ হয়। তাঁত শিল্পে সুবাতাস বইতে থাকে। সব মিলিয়ে বলা চলে ১৯৪৭-৫২ সাল পর্যন্ত এদেশের তাঁতের উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটতে থাকে।

১.৫ ১৯৫২ সালের পর থেকে সুতার উচ্চমূল্য ও দুষ্প্রাপ্যতার কারণে তাঁত শিল্পে আবার অস্থিরতা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত মূল্য ও বিতরণের ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রন চালু হয়। তাঁত শিল্পের ক্রমাগত সমস্যার কথা বিবেচনা করে ৫৪ সালে তথ্য অনুসন্ধান কমিটি বসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে উদ্বৃত্ত সূতার বাজার হিসেবেও এ দেশের তাঁত শিল্পকে গড়ে তোলার কোনো জোরালো প্রয়াস নেয়নি তৎকালীন সরকার।

১.৬ ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ফলে পাকিস্তানের সাথে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের বাণিজ্যি সম্পর্কের ইতি ঘটে। পরিণামে দেশে সূতার অভাব তীব্রতর হয়ে ওঠে এবং ১৯৪৯ সালের পূর্ববতী দিনগুলোর মতই সঙ্গীন হয়ে ওঠে সূতার বাজার। তখন টিসিবি'র মাধ্যমে সূতা আমদানী, দেশীয় সূতাকলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবেলায় তৎপর হয়ে ওঠে বাংলাদেশ সরকার।

২। তাঁত শিল্পের গুরুত্ব

বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের ইতিহাস অতি পুরাতন। সতের শতাব্দী হতেই এদেশে তৈরী বস্ত্র সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়ে আসছে। ঢাকার তৈরী মসলিন রাজা, রানী ও বাদশাহের কাছে ছিল এক গর্বের বস্তু, কেননা বিশ্বের আর কোথায়ও এ ধরনের বস্ত্র আজও তৈরী হয়নি। এক সময়ে এদেশে তৈরী মসলিন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করে বাংলাদেশ একদিকে যেমন বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল, অপরদিকে বিশ্ববিখ্যাত মসলিন তৈরীর জন্য ইতিহাসে এক বিরল গৌরবময় স্থান লাভ করেছিল। সময়ের আবর্তে এ দেশের তাঁত শিল্পের সেই শৈল্পিক মান, নিপুনতা, ঐতিহ্য, গৌরব ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। অধিকন্তু বিগত কয়েক দশক ধরে তাঁত শিল্পে চলেছে এক মারাত্মক সংকট। উৎপাদন উপকরণ সংগ্রহ, মূলধনের প্রয়োজনীয়তা মেটানো, উৎপাদিত দ্রব্যের বিপণন সকল ক্ষেত্রে এদেশের তাঁতীরা ক্রমান্বয়ে মধ্যস্বত্বভোগী এক শ্রেণীর মহাজনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। তারা উৎপাদনের উপকরণ সংগ্রহ এবং উৎপাদিত বস্ত্র বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মহাজনদের দ্বারা শোষিত ও বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে তাঁত শিল্প ক্রমশঃ অলাভজনক শিল্পে পরিনত হতে চলেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একজন কৃষি শ্রমিকের দৈনিক মজুরী কমপক্ষে ৫০ - ৬০ টাকা, অথচ একজন তাঁতী সারাদিন কাজ করে আয় করে ৩০ - ৩৫ টাকা। ফলশ্রুতিতে বিপুল সংখ্যক তাঁতী পৈত্রিক পেশা ছেড়ে অন্য পেশা গ্রহণ করছে। আবার কখনও বা বেকার জীবন যাপন করছে।

২.১ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তাঁত শিল্পের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হস্তচালিত তাঁত শিল্প বর্তমানে দেশের সর্ববৃহৎ কুটির শিল্প। দেশে উৎপাদিত মোট বস্ত্রের শতকরা ৬৩ ভাগ হস্তচালিত তাঁতে উৎপন্ন হয়। ১৯৯০ সালের তাঁত শুমারী অনুযায়ী দেশে বিদ্যমান তাঁত সংখ্যা ৫,০১,৮৩৪টি। তম্মধ্যে চালু তাঁতের সংখ্যা ৩,১৭,০২৬টি এবং অচল তাঁতের সংখ্যা ১,৮৪,৮০৮টি। এই শিল্পে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা ১০ লক্ষেরও অধিক। তাই বস্ত্র উৎপাদন ও গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এই শিল্পের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৩। বাংলাদেশের তাঁত শিল্প সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি

৩.১ তাঁত ও বস্ত্র সম্পর্কে তথ্য

দেশে মোট বস্ত্রের চাহিদা	ঃ ১৩২ কোটি মিটার
হস্তচালিত তাঁতে বস্ত্র উৎপাদনের বার্ষিক পরিমাণ	ঃ ৬৯ কোটি মিটার
দেশের মোট তাঁত ইউনিটের সংখ্যা	ঃ ২,১২,৪২১
দেশে মোট হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা	ঃ ৫,০১,৮৩৪
মোট চালু তাঁতের সংখ্যা	ঃ ৩,১৭,০২৬
মোট অচল তাঁতের সংখ্যা	ঃ ১,৮৪,৮০৮
মোট তাঁতীর সংখ্যা	ঃ ১০,২৭,৪০৭

৩.২ প্রকারভেদে মোট তাঁতের সংখ্যা

পিট তাঁত	ঃ ৩,১০,৫০৫
আধা-স্বয়ংক্রিয় তাঁত	ঃ ১,৯১,৩২৯
কোমর তাঁত	ঃ ৬৫,১২৪
প্রতি ইউনিটে গড়ে তাঁতীর সংখ্যা	ঃ ৪.৪৩ জন
প্রতি তাঁতে গড়ে তাঁতীর সংখ্যা	ঃ ২.৯২ জন
পিট তাঁতে গড়ে দৈনিক উৎপাদনের পরিমাণ	ঃ প্লেনঃ ৬.৫-১১ মিটার ডিজাইনঃ ৪.৫-৯ মিটার

৩.৩ অন্যান্য তথ্যাদি

দেশের হস্তচালিত তাঁতে সুতার মোট -	
মাসিক চাহিদা	ঃ ২.৭৬ কোটি পাউন্ড
প্রতি তাঁতে স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ	ঃ ১০,০০৮.০০ টাকা
প্রতিটি তাঁতের ঋণের চাহিদার পরিমাণ	ঃ ৮,৯০৪.০০ টাকা (১৯৯১ এর মূল্যে)
হস্তচালিত তাঁতে বস্ত্র উৎপাদনের মূল্য	ঃ ২৩২৮ কোটি টাকা
হস্তচালিত তাঁতে বার্ষিক মোট মূল্য সংযোজন	ঃ ১০০০.০০ কোটি টাকা
তাঁত বোর্ডের আওতায় প্রাথমিক তাঁতী -	
সমিতির সংখ্যা	ঃ ১০৮৬টি
মাধ্যমিক তাঁতীর সংখ্যা	ঃ ৫৪টি
জাতীয় তাঁতী সমিতির সংখ্যা	ঃ ০১টি।

৪। প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তাঁত শিল্পের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষির পরেই এ শিল্পের স্থান। হস্তচালিত তাঁত শিল্প বর্তমানে দেশের সর্ববৃহৎ কুটির শিল্প। দেশে উৎপাদিত মোট বস্ত্রের শতকরা ৬৩ ভাগ হস্তচালিত তাঁতেই উৎপাদিত হয়। এ শিল্পে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা ১০.০০ লক্ষের অধিক যার অর্ধেক প্রায় মহিলা। সুতরাং গ্রামীণ কর্মসংস্থানের দিক থেকে বিচার করলে তাঁত শিল্পের কোন বিকল্প নেই। তথাপিও এ গুরুত্বপূর্ণ শিল্প বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। অথচ এ দেশের তাঁতের তৈরী মসলিন এক সময় বিশ্ব বাজারে সুপরিচিত ছিল। এজন্য এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের ব্যবস্থাপনা সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা।

৪.১ তাঁত শিল্পের ব্যবস্থাপনা সমস্যা ও তার সমাধানকল্পে কি পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় সে সম্পর্কে প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বহুল পরিচিত ও ব্যবহৃত Total Quality Management (TQM) পদ্ধতি পর্যালোচনা করে এ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে কিভাবে তাঁত শিল্পের ব্যবস্থাপনা সমস্যা দূর করা সম্ভব সে ব্যাপারেও বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে এ প্রবন্ধে।

৫। পদ্ধতি

এ প্রবন্ধ প্রণয়নে মূলতঃ মাধ্যমিক উৎস থেকে তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বাংলাদেশ উন্নয়ন ও গবেষণা পরিষদ প্রভৃতি সংস্থায় এ শিল্পের উপর প্রাপ্য তথ্যাদি ও বিভিন্ন সমীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি এ প্রবন্ধে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া তাঁত বোর্ডের অভিজ্ঞ কর্মকর্তাবৃন্দ ও তাঁত শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করে তাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে দেয় তথ্যাদিও এ প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

৬। মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের ব্যবস্থাপনা সমস্যার বিবরণঃ

গোড়া থেকেই বাংলাদেশের তাঁত শিল্প এক অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে আসছে। দিনে দিনে এ প্রতিযোগিতা আরও প্রকট আকার ধারণ করেছে। এমনিতেই তাঁত শিল্প তথা তাঁতীরা নানা সমস্যায় জর্জরিত। তার উপরে সারা বিশ্বে এখন মুক্তবাজার অর্থনীতির অবিরাম ধারার সাথে বাংলাদেশের তাঁত শিল্প প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। এ প্রেক্ষাপটে তাঁত শিল্প ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত যে সব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা নিম্নরুপঃ

- সাংগঠনিক দূর্বলতা,
- উৎপাদন উপকরণ সরবরাহ,

- চলতি মূলধনের অভাব,
- উন্নত মানের রং, রসায়ন ও তাঁত সরঞ্জামাদির অভাব,
- প্রযুক্তি ও দক্ষতাজনিত সমস্যা,
- উন্নত নকশার অভাব,
- তাঁত বস্ত্রের বিপণনের সমস্যা।

৬.১ সাংগঠনিক দূর্বলতাঃ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাঁতীরা সংগঠিত নয়। ফলে সাধারণ লক্ষ্যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা নিতে তারা অপারগ। তাই তারা তাঁতী সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত হবার চেষ্টা করছে। অন্যথায় তাঁদের সমস্যা সমাধানের কোন পথ নেই।

৬.২ উৎপাদন উপকরণ সরবরাহঃ তাঁতীরা সাধারণতঃ ন্যায্যমূল্যে উন্নত মানের প্রয়োজনীয় কাউন্টের নিয়মিত সূতা সরবরাহ পায় না। ফলে তাদের উৎপাদন কার্যক্রম ব্যহত হয়। তাঁত বোর্ড সূতা উৎপাদন করে না। বিটিএমসি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন মিলগুলো সূতা উৎপাদন করে। আবার তাদের সুপারিশের প্রেক্ষিতেই বিটিএমসি কর্তৃক তাদের মিলে উৎপাদিত সূতা প্রতিষ্ঠানিক ক্রেতাদের মধ্যে বরাদ্দ করা হয়, তবে তা পরিমাণে যেমন অপ্রতুল, তেমনি তা প্রয়োজনীয় কাউন্টের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। উপরন্ত দূরবর্তী মিল থেকে সুতা বরাদ্দ দেয়া হয়, ফলে পরিবহনজনিত কারণে তা অনেক সময় উত্তোলন করা সম্ভব হয় না। এ ছাড়া উক্ত কাউন্টের সূতা বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়। যার মূল্য তুলনামূলকভাবে অধিক হওয়ায় বস্ত্রের উৎপাদন খরচ বেশী হয়। ফলে প্রতিযোগিতামূলক দরে দেশীয় বস্ত্র টিকে থাকতে পারছে না।

৬.৩ চলতি মূলধনের অভাবঃ দেশে মোট তাঁত সংখ্যা ৫,০১,৮৩০টির মধ্যে চালু তাঁতের সংখ্যা ৩,১৭,০২৬টি এবং অচল/বন্ধ তাঁতের সংখ্যা ১,৮৪,৮০৮টি। তাঁত শুমারীর প্রতিবেদন অনুযায়ী চলতি মূলধনের অভাবে বন্ধ তাঁতের ৯৭.২% তাঁত বন্ধ রয়েছে। তাছাড়া সূতার অভাব, শ্রমিক সমস্যা এবং বিপণন ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণেও অনেক তাঁত বন্ধ রয়েছে। সারণী - ৩ এ তাঁত বন্ধ হওয়ার কারণসমূহ দেখানো হলোঃ

সারণী - ১

তাঁত বন্ধ থাকার কারণ	তাঁতের ইউনিট সংখ্যা	শতকরা হার
ক. চলতি মূলধনের অভাব	১,২৩,৫৯৭টি	৯৭.২
খ. সূতার অভাব	১২,২৮৪টি	০৯.৭
গ. শ্রমিকের সমস্যা	২,৩৩৪টি	০১.৮
ঘ. বিপণনের সমস্যা	৫,৮৬০টি	০৪.৬
ঙ. অন্যান্য	১০,২২০টি	০৮.০

উপরের সারণী হতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁত বন্ধ থাকার অন্যতম মূল কারণ হচ্ছে চলতি মূলধনের অভাব। মূলধনের অভাবে তাঁতীকে মহাজনের নিকট থেকে বাকীতে রং, রসায়ন ও সূতা ক্রয় করতে হয়। বাকীতে ক্রয়ের জন্য মহাজনকে বাকীতে ক্রীত সূতার প্রকৃত মূল্য পরিশোধ ছাড়াও, তাঁতীকে অত্যন্ত চড়া হারে সুদ প্রদান করতে হয়।

৬.৩.১ উইভার্স ক্রেডিট স্কীমের আওতায় ১৯৮৩-৮৪ সালে দেশের মোট ১,০৩,২১৮ জন তাঁতীকে বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে প্রায় ৯৫ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছিল। ঐ ঋণ সুবিধা তাঁতীরা পায়নি। এ ঋণ তাঁতী নামধারী টাউট বাটপাড়দের হাতেই বেশী পড়ার ফলে ঋণ আদায় সন্তোষজনক হয়নি ঋণ আদায় সন্তোষজনক না হওয়ায় পুনরায় ঋণ প্রদানে ব্যাংকসমূহ উৎসাহ দেখাচ্ছে না ফলে তাঁতীদের মূলধনের অভাব আরোও প্রকট হয়েছে। অন্যদিকে অনাদায়ী ঋণ আদায়ের জন্য সরকারের দায়েরকৃত সার্টিফিকেট মামলার জন্য ঋণ গ্রহীতা বহু তাঁতী হয়রানীর শিকার হচ্ছে।

৬.৩.২ অন্য যে কোন শিল্পের চেয়ে অতি অল্প পুঁজিতে ছোট ও মাঝারী আকারের তাঁত প্রকল্প স্থাপনের মাধ্যমে বস্ত্র উৎপাদন এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থাপনের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন শিল্প উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা, প্রকল্পের জন্য অর্থের সংস্থান করা এবং উৎপাদিত বস্ত্রের যথোপযুক্ত বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। কিন্তু ক্ষুদ্র ও মাঝারী আকারের তাঁত প্রকল্প স্থাপনের জন্য যথেষ্ট তহবিল বরাদ্দ না থাকায় দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে এ ধরণের প্রকল্পের জন্য অর্থের সংস্থান করা যাচ্ছে না। তাই ক্ষুদ্র ও মাঝারী আকারের তাঁত প্রকল্প স্থাপনের জন্য একটি বিশেষ তহবিল গঠনপূর্বক তা দেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট হস্তান্তর করা যেতে পারে।

৬.৪ উন্নতমানের রং, রাসায়নিক ও তাঁত সরঞ্জামাদির অভাব

তাঁত শিল্পে বাৎসরিক প্রায় ১৫৫ কোটি টাকার রং ও রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়, যার অধিকাংশই আমদানীকৃত। দেশীয় রং এর নিম্নমান এবং আমদানীকৃত রং এর অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণেও তাঁতীরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। রং, রসায়নিকের উচ্চ মূল্য ছাড়াও অতি মুনাফা লাভের জন্য ব্যবসায়ীরা রং এবং রাসায়নিকে বিভিন্ন রকম ভেজাল মেশায়। ফলে সঙ্গত কারণে রঙ্গিন তাঁত বস্ত্রের মান নিম্ন হয় এবং বাজারে তাঁত বস্ত্রের সুনাম ক্ষুন্ন হয়। এ কারনে তাঁতীরা এ ধরণের বস্ত্র উপযুক্ত দামে বাজারে বিক্রয় করতে সক্ষম হয় না। উপযুক্ত মুনাফা লাভে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁত বস্ত্রের বিক্রয় লব্ধ অর্থ থেকে বিভিন্ন বস্তুগত উপাদানের দাম পরিশোধের পর তাঁতীদের হাতে মুলধন গঠনের জন্য কোন উদ্বৃত্ত থাকে না। ফলে পরবর্তী পর্যায়ে তাঁতীকে হয়

তার তাঁত বন্ধ রাখতে হয় নতুবা নিজ তাঁত বিক্রয় করে নিঃস্ব হতে হয়। বাজারে তাঁত বস্ত্রের সুনাম বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে উন্নতমানের সূতা সরবরাহের পাশাপাশি উপযুক্ত দামে তাঁত বস্ত্রে ব্যবহারোপযোগী উন্নতমানের রং ও রসায়ন দেশেই উৎপাদনের ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য। এতে রঙ, রসায়নের ক্ষেত্রে দেশের আমদানী নির্ভরশীলতাও কমবে এবং বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ঘটবে। এছাড়া তাঁতের জন্য প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশের অধিকাংশই আমদানী করা হয়। অত্যন্ত চড়াদামে তাঁতীকে এই সমস্ত সরঞ্জামাদি বাজার থেকে ক্রয় করতে হয়। তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির পিছনে তাঁত সরঞ্জামের উচ্চ মূল্যের প্রভাবও অপরিসীম। উৎসাহী উদ্যোক্তাদেরকে সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাঁত সরঞ্জামাদির উৎপাদনের জন্য সারাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারী আকারের তাঁত সরঞ্জামাদি তৈরীর কারখানা স্থাপনে উৎসাহ প্রদান একান্ত আবশ্যক।

৬.৫ প্রযুক্তি ও দক্ষতাজনিত সমস্যা

দেশে চালু তিন লক্ষ সতের হাজার তাঁতের মধ্যে এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার পিট তাঁত। এ তাঁতের উৎপাদন ক্ষমতা আধা-স্বয়ংক্রিয় তাঁতের উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় অর্ধেক। ফলে এ তাঁত চালিয়ে একজন তাঁতী যা আয় করে তা নিতান্তই যৎসামান্য (জামদানী ও বেনারসী তাঁত ব্যতীত)। এ স্বল্প পরিমাণ আয় দিয়ে অনেকে সংসার যাত্রা নির্বাহে ব্যর্থ হয়ে এ পেশা ছেড়ে দিয়েছে। পাশাপাশি বহু তাঁতী দক্ষতার অভাবে উৎপাদনে সাফল্য অর্জন করতে পারছে না।

অপরদিকে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন তাঁত বহুল এলাকায় হস্তচালিত তাঁতে বড় আকারের বিছানার চাদর তৈরী করা হয়। দেশী বাজারে ও রপ্তানীর ক্ষেত্রে এই বড় বিছানার চাদরের যথেষ্ঠ চাহিদা রয়েছে। কিন্তু বড় আকারের বিছানার চাদর তৈরীর জন্য তাঁতের রীড স্পেস ৯০" হওয়া আবশ্যক। এই মাপের তাঁতের যোগান ও উৎপাদন অতি সীমিত এবং এ ধরণের তাঁত সরঞ্জামের দাম অত্যধিক হওয়ার কারণে দরিদ্র তাঁতীদের পক্ষে এই তাঁত সংগ্রহ করা প্রায়শই সম্ভব হয় না। অথচ এ ধরণের তাঁতের উৎপাদিত বস্ত্রের ভাল বাজার চাহিদা থাকায় তাঁতীর পক্ষে বড় আকারের বিছানার চাদর উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে অধিক উপার্জন করা সম্ভব। তাঁতীর আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনাময় এদিকটির প্রতি গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক।

৬.৬ উন্নত নকসার অভাব

বাংলাদেশের বস্ত্রের নকসা ও বয়ন উৎকর্ষ উন্নত নয়। ফলে উৎপাদিত দ্রব্যাদি ক্রেতাদের খুব কমই আকৃষ্ট করতে পারে। উন্নত নকসা এবং উজ্জ্বল রং এর কারণে বাংলাদেশী মহিলারা ভারতীয় শাড়ী ক্রয়ে অধিক আগ্রহ দেখান। পুরাতন, সনাতন

নকসা যুগ যুগ ধরে পরিবর্তনশীল। চাহিদার কারণে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে উন্নত নকসা উদ্ভাবন ও তা বস্ত্র শিল্পে প্রয়োগ করে ভোক্তার চাহিদা মেটাতে হবে। শুধু তাই নয় উন্নত নকসার সাথে প্রয়োজন সুষ্ঠু রং মিশ্রণ (Colour Matching), উজ্জ্বল রং ব্যবহার এবং কাপড়ের নমনীয়তা (Pliability) নিশ্চিত করা। কিন্তু উন্নত নকসা, দক্ষ নকসাকারক, উন্নতমানের রং এবং ফিনিশিং সুবিধার অভাবে উপরোক্ত চাহিদার কোনটিই মেটানো সম্ভপর হচ্ছে না।

৬.৭ তাঁত বস্ত্রের বিপণনের সমস্যা

৬.৭.১ উচ্চ মূল্য

তাঁত বস্ত্রের উপকরণের উচ্চ মূল্য, উন্নতমানের সূতা ও বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণের সুযোগের অভাব, আমদানীকৃত উপকরণের উপর উচ্চ হারে আমদানী শুল্ক ও বিক্রয় কর ধার্যের কারণে তাঁত উৎপাদন ব্যয় ছ-মাস অন্তর শতকরা প্রায় ১০ - ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু বাজারে তাঁত বস্ত্রের দাম প্রায় স্থবির এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁত বস্ত্রের দামের নিম্নগতির ফলে তাঁতীরা লাভজনক দামে পণ্য বিক্রয় করতে পারছে না।

৬.৭.২ ভারতীয় সূতা ও বস্ত্রের অবৈধ অনুপ্রবেশ

দেশে সূতার অভাব থাকার কারণে ভারত থেকে বিপুল পরিমাণে সূতা চোরাই পথে অনুপ্রবেশ করে। এতে বয়ন শিল্পে কিছুটা আপততঃ সুবিধা হলেও সুতা উৎপাদনের ক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, যা চূড়ান্ত পর্যায়ে দেশের বস্ত্র শিল্পের উপর বিরুপ প্রভাব ফেলছে। ভারতীয় কাপড় তুলনামূলকভাবে দামে সস্তা। আকর্ষণীয় ও উন্নত নকসার কারণে দেশে এর প্রচুর চাহিদাও রয়েছে।

৬.৭.৩ পোষাক মালিক কর্তৃক শুল্ক মুক্ত প্রয়োজনীয় কাপড়ের অতিরিক্ত কাপড় আমদানী

দেশের রপ্তানীমুখী শিল্পে বর্তমানে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ কোটি মিটার কাপড় ব্যবহার করা হয়। এর সম্পূর্ণটাই প্রায় বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়। বন্ডেড ওয়ার হাউজ সিস্টেমের অধীনে শুল্কমুক্তভাবে উক্ত কাপড় বিদেশ থেকে আমদানী করা হয় এবং আমদানী ব্যয় মিটানো হয়। ব্যাক-টু-ব্যাক লেটার অব ক্রেডিট এর মাধ্যমে এই নমনীয় আমদানী নীতির অধীনে পোষাক শিল্পের জন্য আমদানীকৃত বস্ত্রের একটি অংশ বিভিন্ন কায়দায় স্থানীয় বাজারে প্রবেশ করে। পোষাক শিল্প ইউনিটগুলির রপ্তানীযোগ্য পোষাক তৈরীর জন্য আমদানীকৃত কাপড়ের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহি করার কোন নিঃচ্ছিদ্র উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকার কারণে পোষাক শিল্পের জন্য আমদানীকৃত কাপড়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ স্থানীয় বাজারে প্রবেশ করে। রপ্তানীযোগ্য পোষাক তৈরীর উদ্দেশ্যে আমদানীকৃত কাপড়ের

সঠিক ব্যবহারের রেকর্ড রাখার জন্য সরকার কর্তৃক ১৯৮৫ সনে পাশ বই সিস্টেম চালু করার পরেও পোষাক শিল্প থেকে অননুমোদিতভাবে বের হয়ে যায় শুল্ক মুক্ত বিদেশী কাপড়। ফলে দেশী তাঁত বস্ত্র এক অসম প্রতিযোগীতা সম্মুখীন হচ্ছে। এই অসম প্রতিযোগিতার ফলে তাঁত বস্ত্রসহ দেশী সকল প্রকার কাপড়ের বিপণন দিন দিন অলাভজনক পর্যায়ে উপনীত হচ্ছে।

৬.৭.৪ মন্দা মৌসুম

সাধারণতঃ তাঁতীদের জন্য বর্ষাকালটি মন্দা মৌসুম। তিন থেকে চার মাস ব্যাপী এই মন্দা মৌসুমে তাঁতীদের উৎপাদিত কাপড়ের বাজার চাহিদা আশংকাজনকভাবে হ্রাস পায়। এ সময়টাই তাঁতীদের জন্য মারাত্মক দূর্যোগকালীন সময়। এই মন্দা মৌসুমে তাঁত বস্ত্র ব্যবসায়ীরা তাঁতীর কাপড় ন্যায্য দামে কিনতে আগ্রহী হয় না। ফলে কোন প্রকার মুনাফা ছাড়াই অতি সস্তা দামে তাঁতীকে কাপড় বাজারজাত করতে হয়। মূলধন হিসাবে তাঁতীর হাতে কোন প্রকার উদ্বৃত্ত না থাকার কারণে ঐ সময়ে পরবর্তী উৎপাদন কর্মকান্ডের জন্য তাঁতীকে হয় উচ্চমূল্যে বাকীতে মহাজনের নিকট থেকে উপকরণ সংগ্রহ করতে হয় এবং সস্তায় মহাজনের কাছে উৎপাদিত বস্ত্র বিক্রয় করতে হয়, নতুবা উচ্চ সুদের হারে মহাজনের নিকট থেকে মূলধন যোগানের জন্য অর্থ ধার করতে হয়। মোট কথা এই মন্দা সময়ের মধ্যে যে তাঁতী একবার দারিদ্রের ঘূর্ণায়মান আবর্তে (Vicious Circle of poverty) নিপতিত হয়, সে সহজে আর সে আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। তাঁতীর অস্তিত্বের প্রশ্নটি তাঁত বস্ত্রের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের উপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল বিধায় এ সময়ের তাঁতীদের উৎপাদিত কাপড়ের মূল্যের বিপরীতে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাঁতীর উৎপাদিত কর্মকান্ডের ধারাবাহিকতা বজায় রক্ষা সম্ভব। কিন্তু কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণতঃ এ ধরণের ঋণ প্রদানে আগ্রহী না হওয়ার কারণে তাঁত শিল্পের সেবায় একটি বিশেষায়িত তাঁতী ব্যাংক স্থাপন করে বিশেষ তদারকী ব্যবস্থায় এ ধরণের ঋণদান কার্যক্রম চালু করা যেতে পারে।

৬.৭.৫ মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ

তাঁতীদের উৎপাদিত দ্রব্য বিপণনের জন্য পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা ও সংগঠন না থাকায় তাঁতীদের উৎপাদিত বস্ত্র মূলত ফড়িয়া ও মহাজনদের মাধ্যমে বাজারজাতকরণ করা হয়। এতে তাঁতীরা উৎপাদিত বস্ত্রের ন্যায্য মূল্য পায় না। সুবিধা লুটে নেয় মধ্যস্বত্বভোগী ফঁড়িয়া ও অভিজাত ধনী ব্যবসায়ীরা।

৭। তাঁত শিল্পের উন্নয়নে সরকারী কার্যক্রম

জাতীয় অর্থনীতিতে তাঁত শিল্পের গুরুত্ব অনুধাবন করে এ শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন এবং তাঁতীদের কল্যাণে বাস্তবমুখী কর্মসূচী গ্রহণের জন্য সরকার এক অধ্যাদেশ বলে তাঁত বোর্ড গঠন করেন।

৭.১. তাঁত বোর্ডের বর্তমান কার্যক্রম

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড তাঁতীদের বিভিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে এ শিল্পের উন্নয়নে বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেয়া হলোঃ

৭.১.১ সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টারস (এসএফসি) প্রকল্প

প্রকল্পের আওতায় টাঙ্গাইল, কুমারখালী, বেলকুচি ও বানছারামপুরে একটি করে ৪টি সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজি সেন্টারস (এসএফসি), চট্টগ্রামস্থ চন্দনাইশে ১টি ডাইং এন্ড প্রিন্টিং ইউনিটসহ দেশের তাঁত নিবিড় এলাকায় ২০টি বেসিক সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এ সব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁতীদের বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা প্রদানই কেন্দ্রগুলি স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য।

৭.১.২ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও প্রযুক্তি উন্নয়ন প্রকল্প

তাঁত শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে উন্নত বয়ন প্রণালীর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং সরঞ্জমাদি আধুনিকরণের কলাকৌশলের উপর গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৯৮৪ সালে নরসিংদীতে হস্তচালিত তাঁত বস্ত্র ও সরঞ্জামাদি উন্নয়ন কেন্দ্র (সিএইচপিইডি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। উন্নত বয়ন প্রণালীর উপর কেন্দ্রটি থেকে ২ মাস মেয়াদী ৮টি কোর্সের মাধ্যমে বৎসরে মোট ১৬০ জন তাঁতীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

তাঁতীদের প্রশিক্ষণ চাহিদার তুলনায় বিদ্যমান স্থাপিত প্রশিক্ষণ সুবিধার অপ্রতুলতা এবং শিল্পের অভাবিত উন্নতির প্রেক্ষাপটে দেশের তাঁত বস্ত্রের মান বৃদ্ধি, উৎকর্ষ সাধন, নকশা উন্নয়ন, ছাপা ও ফিনিশিং প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁতীদেরকে অধিক হারে প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ক্ষমতা আরো বৃদ্ধির জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় ৩.৯৫ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও প্রযুক্তি উন্নয়ন (টিপিআইটি) শীর্ষক আরো একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় নরসিংদীতে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং পাবনার বেড়াতে একটি প্রশিক্ষণ ইউনিট স্থাপন করা হয়। এ কেন্দ্র দুটি থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মোট ২০৪৪ জন তাঁতীকে নিম্নে বর্ণিত কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৭.১.৩ বেনারসী পল্লী প্রকল্প

অস্বাস্থ্যকর ও ঘিঞ্জি এলাকায়, রাস্তার উপর সরকারী জায়গায় বসবাসরত ও বেনারসী শিল্পে নিয়োজিত তাঁতীদের আবাস-কাম-কারখানার জন্য প্লট বরাদ্দ,

উৎপাদন উপকরণ সংগ্রহে সহায়তা দান, চলতি মূলধনের আয়োজন, বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা ও সুবিধাদি প্রদানে সহায়তার জন্য একটি বেনারসী পল্লী প্রতিষ্ঠা করা প্রকল্পটি মূল উদ্দেশ্য।

এ প্রকল্পের আওতায় মোট ৪০ একর জমির উপর প্রতিটি ৩ শতাংশ করে ৯০৬টি প্লট তৈরী করে ৯০৬ জন বেনারসী তাঁতীকে ২০ বছরের সময়সীমার মধ্যে কিস্তিতে জমির মূল্য পরিশোধের সুযোগ রেখে প্লট বরাদ্দ করা হবে। প্রকল্প এলাকায় রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, গ্যাস বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ, স্কুল, মসজিদ ও খেলার মাঠ প্রভৃতি নাগরিক সুবিধা প্রদান করা হবে।

৭.১.৪ জামদানী শিল্প প্রকল্প

রাজধানী ঢাকা থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দুরে নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানায় শীতলক্ষার তীরে ১২টি গ্রামে জামদানী শিল্প গড়ে উঠেছে। বর্ণবৈচিত্র আর নক্শার কারুকার্যে অপরূপ একটি জামদানী শাড়ী বুনতে দরকার হয় প্রায় ২০০ গ্রাম কার্পাস অথবা রেশমী সূতা আর সোনালী অথবা রূপালী জরি। জামদানী শিল্পের তথ্যাবলী তথ্যাবলী নিচে দেয়া হলোঃ

ক)	জামদানী তাঁতী পরিবারের সংখ্যা	ঃ ৩১১৫টি
খ)	জামদানী তাঁত শিল্প এলাকায় - গ্রামবাসীর সংখ্যা	ঃ ৭০,০০টি
গ)	জামদানী তাঁতের সংখ্যা	ঃ ৫৭০০টি
ঘ)	বার্ষিক মোট জামদানী শাড়ী - উৎপাদনের পরিমাণ	ঃ ১,৫৭,৬৪৪টি (প্রতিটি শাড়ী ৬ মিটার)

৭.১.৫ তাঁত বস্ত্রের বাজারজাতকরণ প্রকল্প

দেশীয় তাঁত বস্ত্র বিপণনের জন্য কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা বর্তমানে নেই। গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাঁতীদের উৎপাদিত বস্ত্র ছোট গ্রাম্য হাট বাজারে বিক্রী হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে বস্ত্র উৎপাদনকারী তাঁতী তার উৎপাদিত বস্ত্রের ন্যায্যমূল্য পায় না। উৎপাদনকারী তাঁতীর বস্ত্র মহাজন/ফড়িয়ারা ক্রয় করে থাকে। তাঁরা ক্রীত বস্ত্রাদি অধিক মূল্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রী করে থাকে। এতে দেখা যায় উৎপাদনকারী তাঁতীর কাছ থেকে ভোক্তার হাত পর্যন্ত কাপড় পৌছাতে ৪০% - ৪৫% বেশী দাম দিতে হয়। অথচ দরিদ্র তাঁতী তার শ্রমের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। এ অবস্থা নিরসনকল্পে একটি সুষ্ঠু প্রাতিষ্ঠানিক বিপণন ব্যবস্থা প্রবর্তন

আবশ্যক। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক তাঁত বস্ত্র বাজারজাতকরণ শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে ঢাকায় একটা স্থায়ী বস্ত্র এমপোরিয়াম ও দুটি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রসহ অন্যান্য বিভাগীয় শহরে মোট ৭টি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এ ছাড়া দেশের বিখ্যাত তাঁত বস্ত্র বিপণনের হাটে তাঁতীদের বস্ত্র সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের সুবিধার্থে ৭টি তাঁত শেড নির্মাণ করা হবে। তাঁত বস্ত্রের বিপণন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা ও দেশী - বিদেশী মেলায় অংশগ্রহণও এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৭.১.৬ তাঁতীদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী প্রকল্প

বস্ত্র মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের উদ্যোগে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক ১৯৯০ সালে সম্পাদিত তাঁত শুমারি অনুযায়ী দেশে বিদ্যমান হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা ৫,০১,৮৩৪টি। তম্মধ্যে দেশে বিদ্যমান হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা ৩,১৭,৮২৬টি এবং চালু নেই এমন তাঁতের সংখ্যা ১,৮৪,৮০৮টি। এত বিপুল সংখ্যক তাঁত বন্ধ থাকার প্রধান কারণ হচ্ছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দরিদ্র তাঁতীদের মূলধনের অভাব। মূলধনের অভাবে তাঁতীদের তাঁত বন্ধ থাকায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী দারিদ্রক্লিষ্ট প্রান্তিক তাঁতীরা মানবেতর জীবন যাপন করছে। এ পরিস্থিতির আশু অবসানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। তাঁতীদের তদারকীমূলক ঋণ প্রদান করে বিদ্যমান তাঁতসমূহ চালুকরণ, বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আর্থ কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য এ প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৮। তাঁত খাতের উদ্দেশ্য/লক্ষ্য

দেশের শিল্পোন্নয়নের সার্বিক পরিস্থিতির আলোকে বস্ত্র শিল্পকে অগ্রদূত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের শিল্প বিপ্লব থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত প্রতি দেশেই বস্ত্র শিল্প শিল্পোন্নয়নের ভূমিকা পালন করে আসছে। সম্প্রতি থাইল্যান্ড বস্ত্র শিল্পকে সে দেশের রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বারোপের মাধ্যমে দেশের শিল্পান্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে। বস্ত্র শিল্পের প্রধান উপখাত হচ্ছে তাঁত। বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে বস্ত্র শিল্পের প্রধান উপখাত হিসেবে তাঁত শিল্পকে অগ্রাধিকার দেয়া আবশ্যক। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এই অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের বস্ত্র/তাঁত শিল্পের উন্নয়নের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিম্নে বর্ণিত সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য/লক্ষ্য নির্ধারণ করা আবশ্যকঃ

দেশে বিদ্যমান স্পিনিং, হস্তচালিত তাঁত, পাওয়ারলুম, ডাইং এন্ড প্রিন্টিং, ফিনিশিং ইত্যাদি উপখাতগুলোর স্থাপিত ক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র বিমোচন।

৮.১ বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কৌশলসমূহ

ক) তাঁতী গ্রুপ গঠন ও সেগুলির স্বীকৃতিদান এবং তাঁদের ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের উপর ন্যাস্তকরণ;

খ) বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, চলতি মূলধনের অভাবে তাঁতীদের বেশিরভাগ তাঁত চালু নেই। এ সমস্যা উত্তরণের জন্য গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে তাঁতীদের সংগঠিত করে তাঁতসমূহ চালু রেখে স্বকর্মসংস্থান নিশ্চিত করার জন্য তাদের ঋণ প্রদান করা আবশ্যক। এ ঋণ রিভলবিং ফান্ড হিসেবে প্রদান করা;

গ) অধিকতর উৎপাদনশীল তাঁত বিতরণ, সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টারস স্থাপন, প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ব্যাপৃতকরণ, তাঁত বস্ত্রের সুষ্ঠু বিপণন নিশ্চিতকরণ, উৎপাদন উপকরণ সরবরাহ ইত্যাদি সমন্বিত কমসূচীর মাধ্যমে তাঁত খাতের উৎপাদন অনুন্য ২৫% করা;

ঘ) তাঁত খাতের সম্পসারণের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের কর্মসূচী গ্রহণ।

৮.২ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তাঁত বোর্ডের কার্যক্রম

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক হস্তচালিত তাঁত উপখাতে ১৭৫.১২ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন ৮৬.২৫ কোটি মিটারে উন্নীত করা যাবে বলে আশা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এ পরিকল্পনার আওতায় ১৫,০০০ এর অধিক উৎপাদনশীল সেমি-অটোমেটিক তাঁত বিতরণ করা হবে। ফলে প্রায় ৪৫,০০০ নতুন কর্মবর্ষ সৃষ্টি হবে এবং ৫.২৫ কোটি মিটার বস্ত্র উৎপাদিত হবে। এছাড়া ৫০.০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের মাধ্যমে ১২ কোটি মিটার অতিরিক্ত কাপড় উৎপাদন ও ১.২০ লক্ষ তাঁতীর সাংবাৎসরিক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। উপরন্তু অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সর্বমোট প্রায় ১,৬,০০০টি নতুন কর্মবর্ষ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হয়েছে।

৯। Total Qulity Management (TQM) পদ্ধতি

টি.কিউ.এম পদ্ধতি অনুসরনের মাধ্যমে তাঁত শিল্পের উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। এটি এমন একটি আধুনিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যার অনুসরণ করে বিভিন্ন দেশ তাদের অনুন্নত শিল্প খাতের আশানুরুপ উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। টি.কিউ.এম পদ্ধতি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় তার কিছুটা বিবরণ দেয়া সমীচীন বলে আমি মনে করি।

"TQM is a management approach for an organisation which is:

- centered on quality;
- based on participation of all of its employees (empowerment);
- aimed at long term effectiveness through customer satisfaction and
- commitment to the developemnt of its employees and to society

৯.১ এ প্রবন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের তাঁত শিল্প এক অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। যার ফলে এ শিল্পের উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। জাতীয় অর্থনীতিতে এ শিল্পের অবদান ও গ্রামীন কর্মসংস্থানের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস হিসেবে পরিগণিত বলেই এর সামগ্রিক উন্নয়নে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড (BHB) গঠন করা হয়েছে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে তাঁত শিল্পের উন্নয়নে বোর্ড কাঙ্খিত অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। এ কারণেই আধুনিক টি,কিউ,এম পদ্ধতির আলোকে বোর্ডের সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা পরিষদ থেকে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ও উদ্যোগী করে গড়ে তোলা আবশ্যক। বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদ ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের তাঁত শিল্পের উন্নয়নে বাস্তব ও সময়োপযোগী কর্মসূচী গ্রহণে আগ্রহী হতে হবে। এ ক্ষেত্রে টি.কিউ.এম পদ্ধতি বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম বলে আমি মনে করি।

৯.২ বোর্ডের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি থেকে যে সকল প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হচ্ছে সে সকল কোর্সে তাঁত বস্ত্রের মনোন্নয়ন, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা আবশ্যক। এতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তাঁতীরা তাদের পরিচালনাধীন তাঁতে ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী স্বল্প ব্যয়ে মান সম্পন্ন কাপড় উৎপাদনে সক্ষম হলে তাদের উৎপাদিত পন্য প্রতিযোগিতামূলক দরে বাজারে টিকে থাকতে সক্ষম হবে। এতে তাদের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ও জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে। অপরদিকে দেশে আমদানী-বিকল্প বস্ত্র উৎপাদনের ফলে ব্যালেন্স অব পেমেন্ট এর ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হবে।

বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের সার্ভিস ও বেসিক সেন্টারে কর্মরত কর্মচারীদের টি.কিউ.এম পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে বোর্ডের তত্বাবধানে গঠিত তাঁতী সমিতির সদস্যরা তাদের উৎপাদন পরিকল্পনার পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে। এ ছাড়া বোর্ডের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণের প্রাক্কালে উপরোক্ত বিষয়াদির দিকে লক্ষ্য রেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে তাঁত শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে তাঁত শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা প্রনয়ন করা হয়েছে।

১০। মতামত ও সুপারিশমালা

তাঁত শিল্পের সাথে সম্পর্কযুক্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা, দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা, মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপট ও সর্বোপরী টি.কিউ.এম পদ্ধতি পর্যালোচনা করে তাঁত শিল্পের বিরাজমান সমস্যাসমূহ সমাধানকল্পে এর উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশমালা রাখা হলোঃ

১০.১ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডকে পুনর্গঠন করা

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্য পরিধি টি.কিউ.এম পদ্ধতির আলোকে সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠন করা আবশ্যক। তাঁত বোর্ডের কার্যক্রম তাঁত কারখানা ও তাঁতীদের উন্নয়নে সীমাবদ্ধ রেখে অত্র বোর্ডকে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল, পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ, বিভিন্ন শূন্য পদে প্রফেশনাল জনবল নিয়োগ এবং সর্বোপরি বোর্ডের ব্যবস্থাপনা পর্ষদে তাঁত শিল্পে অভিজ্ঞ জনবল নিয়োগের বিষয়ে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন।

১০.২ মডেল তাঁতী সমিতি গঠন ও সাংগঠনিক সমস্যার সমাধান

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় তাঁতীদের সংঘবদ্ধ করার জন্য তাঁতী সমিতি গঠন করা হয়েছে। এ সব সমিতির আকার এমন হওয়া উচিৎ যাতে সেগুলো অর্থনৈতিকভাবে টিকে থাকতে পারে, আবার এত বড় হওয়া উচিৎ নয় যাতে প্রশাসনিকভাবে সেগুলোকে মাঠ পর্যায়ে নিয়ন্ত্রনের জন্য বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডকে আরও বেশী করে অফিস স্থাপনসহ জনশক্তির সম্প্রসারণ করা আবশ্যক হয়।

১০.৩ পিট তাঁতকে (গর্ত তাঁত) আধুনিক তাঁতে রূপান্তর করা

দেশে বিদ্যমান তাঁতের বেশীর ভাগই পিট তাঁত। এ তাঁতের উৎপাদন ক্ষমতা আধা-স্বয়ংক্রিয় তাঁতের অর্ধেকের কম। বস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশকে বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে পিট তাঁতের পরিবর্তে আধা-স্বয়ংক্রিয় তাঁত প্রতিস্থাপন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১০.৪ উৎপাদন উপকরণ সরবরাহ

দেশে যে সব সূতা, রং, রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিক্রি হয় তার অধিকাংশ নিম্নমানের এবং দামও তুলনামূলকভাবে বেশী। ফলে দেশীয় বস্ত্রের গুনগতমান ভাল হয় না এবং দামও তুলনামূলকভাবে বেশী থাকে। ফলশ্রুতিতে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বস্ত্র টিকে থাকতে পারছে না। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য নিয়মিতভাবে গুনগতমান সম্পন্ন সূতা, রং ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সরবরাহ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

১০.৫ উন্নতমানের রং, রাসায়নিক ও অন্যান্য তাঁত সরঞ্জামাদি সরবরাহ

প্রয়োজনীয় পরিমাণ উন্নতমানের রং ও রসায়নিক দ্রব্যাদি নিশ্চিত করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে উক্ত দ্রব্যাদি আমদানীর জন্য আমদানী অনুমতিপত্র প্রদানের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে তাঁতী সমিতির মাধ্যমে উক্ত দ্রব্যাদি আমদানীর ব্যবস্থা নেয়া যায়। প্রয়োজনে বেসিক স্টোরের মাধ্যমে এ সব দ্রব্যাদি বিতরণের ব্যবস্থা নেয়াসহ অতি মুনাফা ভোগীদের এসব দ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণে বিরত রাখার জন্য কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। এ ছাড়া রং, রাসায়নিক এবং তাঁত সরঞ্জামাদি স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের জন্য কারখানা স্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

১০.৬ ডিজাইন সরবরাহ ও প্রযুক্তি আধুনিকীকরণ

উন্নতমানের ডিজাইন প্রনয়নের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যায়ঃ

(১) ভোক্তার পছন্দ ও বাজার চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে চমৎকার ডিজাইন প্রণয়ন, তাঁত শিল্পে বিদ্যমান মান্ধাতার আমলের প্রযুক্তি যুগোপযোগীকরণ এবং তাঁতীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক কম্পিউটার সাহায্যপুষ্ট একটি ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম সেন্টার ফর ডিজাইন, উইভার্স এন্ড রিসার্চ স্থাপন করা যায়।

(২) ভারতীয় উইভার্স সেন্টারের মত প্রস্তাবিত ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম সেন্টারের বিশেষজ্ঞগণ ভারতীয় উইভার্স সার্ভিস সেন্টারের মত তাঁতীদেরকে উৎপাদন ও তাঁত সংশ্লিষ্ট কারিগরী সেবা প্রদান করতে পারে।

(৩) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বেসিক সেন্টারসমূহ ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ডিজাইন সেন্টার ও তাঁতীদের মধ্যে সেতুবন্ধনের দায়িত্ব পালন করতে পারে।

(৪) বেসিক সেন্টারকে এ দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালনের জন্য এগুলোকে আগাগোড়া পুনর্গঠন করতে হবে এবং এ সেন্টারগুলিকে কারিগরী যোগ্যতা সম্পন্ন জনবল দ্বারা পরিচালিত করতে হবে।

১০.৭ মানব সম্পদ উন্নয়ন

মানব সম্পদ উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত নরসিংদীস্থ প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটের মান উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ প্রয়োজনঃ

১) প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মধ্যে উৎপাদন পরিকল্পনা, স্বল্প ব্যয়ে মানসম্পন্ন বস্ত্র উৎপাদন, বিপণন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করন,

২) তাঁত শিল্পের সকল বিষয়ের উপর পরীক্ষামূলকভাবে গবেষণা পরিচালনা,

৩) প্রতিষ্ঠানটি থেকে অর্জিত গবেষণার ফলাফল বেসিক সেন্টারের মাধ্যমে উৎপাদন ইউনিটে সফলভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থাকরণ।

১০.৮ চলতি মূলধন সরবরাহ

তাঁত শুমারী'৯০ অনুযায়ী প্রতি তাঁতে চলতি মূলধনের প্রয়োজন গড়ে ৯,০০০.০০ টাকা। বিদ্যমান ব্যবস্থায় তাঁতীরা মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে এ অর্থ গ্রহণ করে থাকে। পরবর্তীতে তাঁতীদের উৎপাদিত বস্ত্র কম মূল্যে ঋণ প্রদানকারী মহাজনদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ফলে তাঁতী তার উৎপাদিত বস্ত্রের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। অপরদিকে চলতি মূলধনের অভাবে দেশের প্রায় দুই লক্ষ তাঁত অচল রয়েছে। অচল তাঁতকে চালু করা এবং তাঁতীদেরকে চলতি মূলধন প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে তাঁতীদের ঋণ প্রদানে বাধ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী নির্দেশ জারী করা আবশ্যক।

১০.৯ সেবা ও সুবিধাদি প্রদান

তাঁত শিল্পের প্রয়োজনীয় বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা ও সুবিধাদি প্রদানের জন্য দেশের তাঁত নিবিড় অঞ্চলসমূহে যে সব হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টার ও সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টারস স্থাপন করা হয়েছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য। এ সব সুযোগ সুবিধা ব্যাপক ভিত্তিতে প্রসারের জন্য দেশের বিভিন্ন তাঁত নিবিড় অঞ্চলে আরও বেশী করে সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টারস স্থাপন করা প্রয়োজন।

১০.১০ নকসা উন্নয়ন

উৎপাদিত বস্ত্রের গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য বস্ত্রের নকসার উন্নতি একান্ত প্রয়োজন। এ জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি নকসা কেন্দ্র স্থাপন ছাড়াও আঞ্চলিক পর্যায়ে ছোট ছোট নকসা কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। এ সব কেন্দ্রে উদ্ভাবিত নকসা তাঁতীদের মধ্যে সুলভে নিয়মিত বিতরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। নকসার উৎকর্ষ সাধনের জন্য এ বিষয়ে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের উদ্যোগে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে এবং শ্রেষ্ঠ তাঁতীকে রাষ্ট্রপতির পুরস্কার প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়া কাপড়ের গুণগতমান উন্নত ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১০.১১ তাঁত বস্ত্রের বাজার ব্যবস্থাপনা

তাঁত বস্ত্রের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থাপনা না থাকার কারণে তাঁতীরা তাদের উৎপাদিত বস্ত্রের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য এবং তাঁত বস্ত্রের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যকঃ

(ক) তাঁত বস্ত্রের বিস্তারিত নির্দেশিকাসহ ইন্টারনেট বিজ্ঞাপন প্রদানের মাধ্যমে তাঁত বস্ত্রের রপ্তানী বাজার অন্বেষণের জন্য তাঁত বোর্ড প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহন করতে পারে।

(খ) তাঁত বস্ত্রের রপ্তানী উন্নয়ন সংক্রান্ত নিয়মাবলী সম্পাদনের জন্য রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোকে একটি পৃথক শাখা খোলার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে। তাঁরা তাঁত বস্ত্রের রপ্তানী চাহিদার পূর্বাভাস দিবে, রপ্তানী তথ্য সরবরাহ করবে এবং তাঁত বস্ত্রের রপ্তানী উন্নয়নের জন্য সর্বাত্বক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

গ) জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে তাঁত বস্ত্রের প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে এবং তাঁত বস্ত্রের রপ্তানী উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

ঘ) সৃজনশীল ডিজাইন প্রণয়ন, রপ্তানী উন্নয়ন, রপ্তানী ও দেশীয় বাজারে সর্বোচ্চ তাঁত বস্ত্র বিক্রেতাকে জাতীয় পুরস্কার প্রদানের স্কীম গ্রহণ করতে হবে।

ঙ) সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক, হাসপাতাল, ক্লিনিক, বীমা কোম্পানীকে তাঁত বস্ত্র ব্যবহারের নির্দেশ দিতে হবে। একই সাথে তাঁত বস্ত্রের রপ্তানী উন্নয়নের লক্ষ্যে তৈরী পোষাক রফতানীকারকদের ন্যায় তাঁত বস্ত্র রপ্তানীকারকদের ফ্ল্যাট রেটে ডিউটি ড্র ব্যাক সুবিধা ও নগদ অর্থ সাহায্য করা যেতে পারে।

চ) দেশের গার্মেন্টস ইন্ডাষ্ট্রিতে ব্যবহারের জন্য বিদেশ থেকে আমদানীকৃত কাপড়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমিয়ে সেখানে হস্তচালিত তাঁত শিল্পে উৎপাদিত বস্ত্রের ব্যবহার বর্ধিত করার বিষয়টি চিন্তা করা প্রয়োজন।

ছ) টেলিভিশনের অনুষ্ঠান উপস্থাপক, ঘোষক, সংবাদ পাঠক, শিল্পী, কলাকুশলীসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তাঁত বস্ত্র পরিধান করে অনুষ্ঠানে হাজির হতে অনুরোধ করা যেতে পারে।

জ) প্রতি বছর জুলাই - অক্টোবর এই সময়ে তাঁত বস্ত্র বেচা-কেনার যে মন্দা ভাব দেখা যায় তার কবলে পড়ে বহু তাঁতী নিঃস্ব হয়ে পড়ে। তাঁতীদের এই সংকটকাল উত্তরণে সরকারী উদ্যোগে তাঁতীদের তৈরী তাঁত বস্ত্র ক্রয় করে একটি বাফার স্টক গড়ে তোলা অপরিহার্য।

১১। উপসংহার

সরকারী নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে তাঁত শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক পঞ্চম পাঁচশালা পরিকল্পনায় (১৯৯৭-৯৮ থেকে ২০০১ - ২০০২) ১৭৫১২.৫২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি সমন্বিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত সমন্বিত কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে তাঁত শিল্পে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হবে বলে আশা করা যায়। এর ফলে বস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশ বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, তাঁতীদের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নীত হবে এবং স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীতে অগ্রগতি সাধিত হবে। ফলশ্রুতিতে দেশের মোট উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

গ্রন্থপুঞ্জি

তাঁত শুমারী, ১৯৭৮।

তাঁত শুমারী, ১৯৯০।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তাব-১৯৯৫।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড (১৯৯২), তাঁত শিল্পের সমস্যা ও সমাধান।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক প্রণীত প্রকল্প ছকসমূহ।

সাহেদ, হোসনে আরা, (১৯৮০) শাড়ী।

সিরাজ উদ্দিন, মোহাম্মদ, (১৯৭৮) কুটির শিল্প।

Handloom Sector Study (1989), BIDS.

Handloom Economy of Bangladesh in Transition (1989), BIDS.

Ministry of Textile (1997): Report on Handloom Market in India.

Miyan, Dr. Alim Ullah (1981): Handloom Industry of Bangladesh.

Rapport Bangladesh Ltd. (1984), A Non-traditional Handloom Market.

Viability and critical issues of Handloom Sector (1983), MIDAS.

Rapport Bangladesh Ltd. (1984), Weavers Service needs.